গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশান উইং
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

স্মারক নম্বর- ৩৭.০২.০০০০.১১৫.২২.০০১.১৯.১৯৬ তারিখঃ ২১/১১/২০১৯খ্রিঃ

বিষয়: ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে একাডেমিক সুপারভিশন ও মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে নির্ধারিত ফ্রিকোয়েন্সি অনুসারে বার্ষিক পরিদর্শন ক্যালেন্ডার প্রস্তুতকরণের নির্দেশনা

২০৩০ সালের মধ্যে SDG-4 এর কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার সকল স্তরে কার্যকর একাডেমিক সুপারভিশন ও মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণ। এ লক্ষ্যে মাউশি অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন শিক্ষা অফিসে কর্মরত রাজস্ব খাতভুক্ত কর্মকর্তাগণ প্রতি মাসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করে নির্ধারিত ছকে মনিটরিং প্রতিবেদন মাউশি অধিদপ্তরে প্রেরণ করেন। এছাড়া সেসিপ এর আওতায় কর্মরত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক পেশকৃত একাডেমিক সুপারভিশন প্রতিবেদন জেলা শিক্ষা অফিস ও আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসে সংকলনের পর সার-সংক্ষেপ আকারে মাউশি অধিদপ্তরে প্রেরিত হয়। কিন্তু মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত একাডেমিক সুপারভিশন ও মনিটরিং প্রতিবেদন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মাঠ পর্যায়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত বিরতিতে যথাযথ ও ফলপ্রসু একাডেমিক সুপারভিশন ও মনিটরিং হচ্ছে না।

এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে নিয়মিত ও কার্যকর একাডেমিক সুপারভিশন ও মনিটরিং নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা অনুসরণের নির্দেশনা প্রদান করা হলো:

১। মাউশি কর্তৃক প্রণীত ISAS-২০১৮ এর প্রতিবেদনের আলোকে মাউশি'র আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পারফর্মেন্স এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানসমূহকে A, B, C, D এবং E এই পাঁচটি ক্যাটাগরীতে শ্রেণিবিণ্যাস করা হয়েছে (তালিকা সংযুক্ত)। পাঁচটি ক্যাটাগরীর প্রতিষ্ঠানসমূহই যেন বছরব্যাপী প্রয়োজন মাফিক পরিদর্শনের আওতাভূক্ত হয় এ উদ্দেশ্যে সকল ক্যাটাগরীর বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য নিম্নোক্ত প্রমাপ অনুসৃত হবে:

মাঠ পযায়ের কর্মকর্তাদের বিদ্যালয় মনিটরিং ও একাডেমিক সুপারভিশনের বার্ষিক ফ্রিকোয়েন্সি (frequency)-

বিদ্যালয় ক্যাটাগরী-এ	বিদ্যালয় ক্যাটাগরী-বি	বিদ্যালয় ক্যাটাগরী-সি	বিদ্যালয় ক্যাটাগরী-ডি/ই
প্রতি ৩ মাসে ১ বার বাৎসরিক পরিদর্শন সংখ্যা- ৪টি	প্রতি ২ মাসে ১ বার বাৎসরিক পরিদর্শন সংখ্যা- ৬টি	প্রতি ৪৫ দিন (দেড় মাস) এ ১ বার বাৎসরিক পরিদর্শন সংখ্যা- ৮টি	প্রতি মাসে ১ বার বাৎসরিক পরিদর্শন সংখ্যা- ১২টি

২। উল্লিখিত অঞ্চলের প্রত্যেক জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা তাঁর জেলার সকল উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও অন্যান্য পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে আগামী ৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের মধ্যে একটি সমন্বয় সভা করবেন এবং তাঁর জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শনের নিমিত্ত ক্লাস্টার ভিত্তিতে সকল কর্মকর্তার (জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী পরিদর্শক; থানা/ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী থানা/ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, একাডেমিক সুপারভাইজার) মধ্যে বন্টণ করবেন। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার স্বল্পতা সাপেক্ষে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা প্রয়োজনবোধে গবেষণা কর্মকর্তাকে তার নির্ধারিত দায়িত্ব পালন সাপেক্ষে পরিদর্শনের দায়িত্ব প্রদান করবেন। উক্ত সমন্বয় সভায় পরিচালক (আঞ্চলিক) প্রধান অতিথি এবং উপ-পরিচালক (মাধ্যমিক) বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সংযুক্ত ছক 'ক' অনুসারে ২০২০ সালে সারা বছরের সকল কর্মকর্তাকে অন্তর্ভূক্ত করে একটি বার্ষিক পরিদর্শন ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করবেন। প্রস্তুতকৃত বার্ষিক পরিদর্শন ক্যালেন্ডারের ভিত্তিতে তাঁর নিজ কার্যালয় এবং নিজ জেলার সকল থানা/ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাগণের পরিদর্শন সংখ্যা একত্রিত করে একটি পরিদর্শন পরিকল্পনার সার-সংক্ষেপ সংযুক্ত ছক- খ অনুযায়ী প্রস্তুত করবেন। এই ক্যালেন্ডার প্রস্তুতের নিমিত্তে ইএমআইএস সেলের পিবিএম মডিউল এর ISAS-২০১৮ হতেও ক্যাটাগরী ভিত্তিক বিদ্যালয়ের তালিকা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য যে, সকল জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা উল্লিখিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী, বার্ষিক পরিদর্শন ক্যালেন্ডার (সংযুক্ত ছক- ক) এবং পরিদর্শন পরিকল্পনার সার-সংক্ষেপ (সংযুক্ত ছক-খ) আগামী ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের মধ্যে পরিচালক, মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশান উইং এর ই-মেইল- **director.mew@gmail.com** এ প্রেরণ করবেন এবং একই সাথে উপ-পরিচালক, একিউএইউ এর ই-মেইল- **dd_plan_pbm@yahoo.com** এ CC(কপি) প্রদান করবেন। জেলা শিক্ষা অফিসে কর্মরত গবেষণা কর্মকর্তা বার্ষিক পরিদর্শন ক্যালেন্ডার প্রস্তুতিতে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে সহায়তা করবেন।

৩। বর্ণিত জেলার জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ এবং উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাগণ বার্ষিক পরিদর্শন ক্যালেন্ডার (ছক-ক) প্রস্তুত করার সময়ে ওপরে উল্লিখিত ফ্রিকোয়েন্সি অনুসরণ করবেন এবং প্রস্তুতকৃত বার্ষিক পরিদর্শন ক্যালেন্ডার অনুসারে তাঁদের নিজ নিজ জেলা/ উপজেলা/থানা'র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করবেন। আঞ্চলিক পর্যায়ে পরিচালক ও উপ-পরিচালক এবং জেলা পর্যায়ে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এ নির্দেশনা বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন। এই পরিদর্শন কার্যক্রম ১লা জানুয়ারি ২০২০ সাল থেকে কার্যকর হবে।

৪। ওপরে উল্লিখিত ১, ২ ও ৩ নং নির্দেশনা শুধুমাত্র ঢাকা, সিলেট এবং চট্রগাম অঞ্চলের সকল জেলার জন্য প্রযোজ্য হবে। পূনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত অন্যান্য অঞ্চলসমূহে পূর্বের মতোই পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

৫। সাধারণভাবে একটি উপজেলা/থানার প্রতিষ্ঠানসমূহ সুপারভিশন ও মনিটরিং এর দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট উপজেলা/ থানার কর্মকর্তাগণের মধ্যে বন্টণ করতে হবে। তবে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও পরিদর্শনের হার বেশি এরূপ উপজেলায় জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় হতে পরিদর্শনপূর্বক সমন্বয় করতে হবে। জেলা শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাগণ কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক সুপারভিশন ও মনিটরিং এর দায়িত্ব পালন করলেও সংশ্লিষ্ট উপজেলা /থানার প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক দায়িত্ব যথাবিহীত সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানায় কর্মরত কর্মকর্তাগণের ওপর ন্যস্ত থাকবে।

৬। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ মাসে নূন্যতম ৫টি এবং উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাগণ মাসে নূন্যতম ৫টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করবেন মর্মে বার্ষিক ক্যালেন্ডার এ সে মোতাবেক পরিদর্শন সংখ্যা বন্টণ করবেন।

৭। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ প্রত্যেক পরিদর্শনের সময়ে একাডেমিক সুপারভিশনের নির্ধারিত ছক এবং মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশান উইং এর নির্ধারিত ২'টি ছক (এতদসঙ্গে সংযুক্ত) নিয়ে যাবেন এবং সব কয়টি ছক পূরণপূর্বক পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

৮। ক্যাটাগরীভুক্ত বিদ্যালয়ের বাইরে কোন বিদ্যালয় থাকলে তা ক্লাস্টারে অন্তর্ভুক্ত করে মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

৯। সংশ্লিষ্ট জেলার একাডেমিক সুপারভিশন ও পরিদর্শন প্রতিবেদনসমূহ সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার নিকট জমা হবে। একাডেমিক সুপারভিশন ও মনিটরিং হতে প্রাপ্ত গূরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ আঞ্চলিক কার্যালয় ও মাউশি অধিদপ্তরে প্রেরিত হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সুপারিশের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

১০। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে মাসিক সমন্বয় সভায় দৈবচয়নের ভিত্তিতে ন্যুনতম পাঁচ (০৫) জন কর্মকর্তা সুপারভিশন ও মনিটরিং হতে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ ও গূরুত্বপূর্ণ সুপারভিশন উপস্থাপন করবেন। অনুরূপভাবে আঞ্চলিক কার্যালয়ে আয়োজিত মাসিক সমন্বয় সভায় দৈবচয়নের ভিত্তিতে তিন (০৩) জন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা স্ব-স্ব জেলার একাডেমিক সুপারভিশন ও মনিটরিং হতে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ ও গূরুত্বপূর্ণ সুপারিশমালা উপস্থাপন করবেন।

বিষয়টি অতীব জরুরী।

সংযুক্তি:

১. বার্ষিক পরিদর্শন ক্যালেন্ডার – ছক 'ক' (১ পাতা)
২. মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বার্ষিক পরিদর্শন ক্যালেন্ডারের সংক্ষিপ্তসার- ছক 'খ' (১ পাতা)
৩. মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশান উইং এর পরিবীক্ষণ তথ্য ছক (২টি)
৪. ক্যাটাগরীভিত্তিক বিদ্যালয়ের তালিকা (১০০ পাতা)

স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক)
মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

স্মারক নম্বর- ৩৭.০২.০০০০.১১৫.২২.০০১.১৯.১৯৬ তারিখঃ ২১/১১/২০১৯খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. যুগ্ম প্রোগ্রাম পরিচালক(সেসিপ) মাধ্যমিক ও শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, শিক্ষা ভবন, ঢাকা
২. পরিচালক (এমইডব্লিউ/ মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা
৩. আঞ্চলিক পরিচালক (ঢাকা, চট্রগ্রাম, সিলেট), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা
৪. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ, ঢাকা
৫. উপপরিচালক (একিউএইউ/এমইডব্লিউ/সাধারণ প্রশাসন), মাধ্যমিক ও শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা
৬. উপপরিচালক (ঢাকা, চট্রগ্রাম, সিলেট), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা
৭. ঢাকা, চট্রগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের সকল জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা
৮. ঢাকা, চট্রগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের সকল উপজেলা/ থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা
৯. ঢাকা, চট্রগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের সকল একাডেমিক সুপারভাইজার
১০. সিস্টেম এনালিস্ট, ইএমআইএস সেল, মাধ্যমিক ও শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা (আদেশটি মাউশি'র ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১১. পিএটু মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা
১২. সংরক্ষণ নথি।

21.11.19
(প্রফেসর মো: আমির হোসেন)
পরিচালক
মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশান উইং
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা
ফোন: ৯৫৫৫১৩০